E-mail

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সরেজমিন উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫
(www.dae.gov.bd)

স্মারকলিপি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে চলতি **"শ্রাবণ -১৪২৬ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়" শীর্ষক** লিফলেট এতদসংগে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো। এ লিফলেটটি মুদ্রণ করে আপনার অঞ্চল / জেলার কৃষক ভাইদের মাঝে ব্যাপক ভাবে প্রচার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং এ বিষয়ে অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে প্রেরণ করার জন্য বলা হলো।

সংযুক্ত: "শ্রাবণ -১৪২৬ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়" - ১ (এক) পাতা।

14/07/2020
(ড. আলহাজ উদ্দিন আহম্মেদ)
পরিচালক
সরেজমিন উইং
ফোনঃ ৯১৩৪৫৮৭

স্মারকনং- ১২.১০.০০০০.০০৪.১৬.০৫২.১৩ (২য় অংশ)/ ১১৭৫ (১২) তারিখ:১৫/০৭/২০২০খ্রি:

অনুলিপিঃ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে-
১।পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং/ হর্টিকালচার উইং /প্রশিক্ষণ উইং / উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং / উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং / ক্রপস উইং / পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২।পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর... অঞ্চল (১৪টি)।
৪। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর... (জেলা সকল)।
৫। উপপরিচালক, (আইসিটি ব্যবস্থাপনা), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। (লিফলেটটি ডিএই এর ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ)।
৬। অতিরিক্ত উপপরিচালক, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, সরেজমিন উইং,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা। (লিফলেট টি ই-মেইল যোগে সকল অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপরিচালক, ডিএই বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে বলা হলো)।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ
১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৩। অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মহোদয়ের একান্ত সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং-১২.১৭.২৭০০.০৪১.৯৯.০০১.১৩. ১৪১৫৩৫ তারিখঃ ১৫/৭/২০২০ খ্রি:।
অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো ঃ
১-১৩ । উপজেলা কৃষি অফিসার (সকল),.................... দিনাজপুর। পত্রের মর্মানুযায়ী বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

উপপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, দিনাজপুর।

শ্রাবণ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়

ঋতুরানী বর্ষার দ্বিতীয় মাস শ্রাবণ। শ্রাবনের জলে নদী নালা,খাল বিল পানিতে থৈ থৈ ভাসিয়ে দেয় মাঠঘাট, প্রান্তর এমনকি আমাদের বসতবাড়ির আঙিনা। তিল তিল করে বিনিয়োগ করা কষ্টের কৃষি তলিয়ে যেতে পারে সর্বনাশা পানির নিচে।সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ঘামের ফসল তছনছ হলে কৃষক স্তব্ধ হয়ে যায়, বেড়ে যায় কৃষির দুর্দশা।আষাঢ়-শ্রাবণ মাস আমাদের কৃষির জন্য হুমকির মাস। এ কথা যেমন সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য আমাদের সবার সম্মিলিত, আন্তরিক কার্যকরি সতর্কতা এবং যথোপযুক্ত কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে এ দুর্যোগ মোকাবেলা করা সম্ভব। তদুপরি বৈশ্বিক মহমারি করোনা কালিন সময়ে কৃষিও ঝুকির সম্মুখীন। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে আমাদের কৃষিকে যুক্ত করতে হবে অদম্য অগ্রযাত্রায়। তাই আসুন জেনে নেই শ্রাবণে কৃষির করণীয় বিষয়গুলো :

রোপা-আমন:
শ্রাবণ মাস আমন ধানের চারা রোপনের ভরা মৌসুম। এ মাসে উফসী জাতের রোপা আমন ধানের চারা মুল জমিতে রোপন করতে পারেন।আমন ধানের ফলন বৃদ্ধিতে করণীয় বিষয় যেমন- উপযুক্ত জাত ও ভাল বীজ নির্বাচন, জমি তৈরি ,সঠিক বয়সের চারা সময়মত রোপন , আগাছা দুরীকরণ, সার ও পানি ব্যবস্থাপনা ,সম্পূরক সেচ ইত্যাদি ফলনে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখে।

অনুকূল পরিবেশ উপযোগী উল্লেখযোগ্য উফশী জাতসমূহ

- ব্রি ধান-৩০, ব্রি ধান-৩২, ব্রি ধান-৪৯,ব্রিধান ৬২, ব্রি ধান-৭১, ব্রি ধান-৭২, ব্রি ধান-৭৫, ব্রি ধান-৮০ ব্রিধান-৮৭, ব্রি ধান-৯০,ব্রি ধান-৯৩, ব্রি ধান-৯৪,ব্রি ধান-৯৫, বিনাধান-১১,বিনাধান-১৬ এবং বিনাধান-২২।
- আমন মওসুমে হাইব্রিড জাত হিসেবে ব্রি হাইব্রিড ধান ৪, ব্রি হাইব্রিড ধান ৬বিএডিসি হাইব্রিড ধান ২,এ জেড-৭০০৬, হিরা-১০, সুবর্ণা-৮, মুক্তি-১, এগ্রো ধান ১২ চাষ করা যায়।
- বন্যামুক্ত এলাকায় বিআর -১১ এর পরিবর্তে ব্রি ধান-৪৯,৭২,৮৭ চাষ করা যায়।
- ব্রি ধান ৩৭,৩৮ এর পরিবর্তে সুগন্ধি জাত ব্রি ধান ৭০,৮০ চাষ করা যায়।
- ব্রি ধান ৩৩ এবং বিনা ধান -৭ এর পরিবর্তে ব্রি ধান- ৫৭,৬২,৭১,৭৫, বিনাধান-১৬,১৭ চাষ করা যায়।
- যে সকল এলাকায় বিআর ১১ ও ভারতয়ি স্বর্ণা জাতের চাষ হয় সে এলাকায়নতুন উদ্ভাবিত জাত ব্রি ধান ৮৭, ব্রি ধান-৯৩, ব্রি ধান-৯৪, ব্রি ধান ৯৫ ও ব্রি হাইব্রিড ধান ৬ জাত চাষ করে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।
- ফরিদপুর অঞ্চলে পাটের সাথে সাথী (রিলে) ফসল হিসেবে ব্রি ধান ৩৯ , ব্রি ধান ৭১, ব্রি ধান ৭২, ব্রি ধান-৭৩, ব্রি ধান -৭৫ চাষ করা যায়।
- যেসব এলাকায় আগাম সবজি চাষ করা হয় সেসব জমি পতিত না রেখে স্বল্প জীবনকালীন জাত ব্রি ধান-৫৭,ব্রিধান-৬২, ব্রি ধান-৭১, ব্রি ধান -৭৫, বিনাধান-১৬,১৭ চাষ করা যেতে পারে।

প্রতিকূল পরিবেশে চাষযোগ্য জাত

- খরা প্রবন এলাকায় ব্রি ধান -৫৬, ব্রি ধান -৫৭ ও ব্রি ধান-৬৬, ব্রি ধান-৭১।
- বন্যা প্রবণ এলাকার জন্য উপযোগি জাতগুলো হলো- ব্রি ধান-৫১, ব্রি ধান-৫২,ব্রি ধান-৭৯,বিনা ধান-১১, বিনা ধান ১২।
- বন্যা প্রবণ এলাকায় বিআর ১১ এর পরিবর্তে ব্রি ধান-৫২ এবং ব্রি ধান -৪৯ এর পরিবর্তে ব্রি ধান-৭৯ চাষ করা যায়।
- লবনাক্ত এলাকায় বিআর ২৩, ব্রি ধান ৪১, ব্রি ধান ৫৩, ব্রি ধান -৫৪, ব্রি ধান ৭৩, ব্রি ধান ৭৮। আম্ফানের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় এবছর ব্রি ধান৬৭ (লবন সহিষ্ণু জাত) চাষ করার জন্য সুপারিশ করা হলো।
- জোয়ার ভাটা প্রবণ অলবণাক্ত এলাকায় বিআর-২৩, ব্রি ধান-৪৪, ব্রি ধান-৫২ , ব্রি ধান-৭৬, ব্রি ধান-৭৭।
- লবণাক্ত জোয়ার ভাটা এলাকার জন্য উপযোগি জাত ব্রি ধান-৭৮, বিনা ধান-২৩।
- অলবণাক্ত জলাবদ্ধ এলাকার জন্য (সাতক্ষীরা,খুলনা,যশোর) বিআর -১০ এর পরিবর্তে ব্রি ধান-৩০,ব্রি ধান-৭৮ ,বিনাধান-২৩।
- মধ্যম নিচু (পানির উচ্চতা ১ মিটার পযন্ত হয়) এলাকায় ব্রি ধান-৯১ চাষ করা যায়।
- পাহাড়ি (ভ্যালি) এলাকার জন্য উপযোগী জাতগুলোর- ব্রি ধান ৪৯, ব্রি ধান-৭০, ব্রিধান-৭১, ব্রি ধান-৭৫ এবং ব্রি ধান-৮০ ,ব্রি ধান ৮৭ ব্রি হাইব্রিড ধান-৬ , বিনাধান-১৬,১৭।

প্রিমিয়াম কোয়ালিটি জাত ব্রি ধান -৩৪ ধান-৭০, ব্রি ধান ৭৫, ব্রি ধান ৮০, ব্রি ধান-৯০।
বন্যাত্তোর নাবিতে চাষযোগ্য জাত বিআর-২২, বিআর-২৩, ব্রি ধান-৩৪, ব্রি ধান-৪৬, ব্রি ধান ৫৪, বিনাশাইল, নাইজারশাইল, গাইঞ্জা,মালশিরাসহ এলাকাভিত্তিক স্থানীয় জাত।

চারার বয়স

- দীঘ মেয়াদী (ব্রি ধান-৪০, ব্রি ধান-৪১, ব্রি ধান-৪৪, ব্রি ধান-৫১,) ও মধ্যম মেয়াদি (ব্রি ধান-৪৯, ব্রি ধান-৭০, ব্রি ধান-৭২, ব্রি ধান-৭৯, ব্রি ধান-৮০, ব্রি ধান-৮৭) জাতগুলোর চাষ করার বয়স ২০-২৫ দিন।
- স্বল্প মেয়াদি জাতগুলোর (ব্রি ধান-৫৬, ব্রি ধান-৫৭, ব্রি ধান-৬২, ব্রি ধান-৬৬, ব্রি ধান-৭১, ব্রিধান-৭৫, বিনা ধান-১৬,১৭) চাষ করার বয়স ১৫-২০ দিন।
- বিআর-২২, বিআর-২৩, ব্রি ধান-৩৪, ব্রি ধান ৪৬, ব্রি ধান ৫৪, নাইজারশাইল,গাইঞ্জা, মালশিরাসহ এলাকাভিত্তিক স্থানীয় জাতগুলোর নাবিতে রোপণের ক্ষেত্রে চারার বয়স ৩৫-৪০ দিন।

  রোপণের সময়

  - রোপা আমনের দীঘ মেয়াদি ও মধ্যম মেয়াদি জাতগুলোর উপযুক্ত রোপণ সময় হচ্ছে পুরো শ্রাবণ মাস (১৫ জুলাই-১৫ আগস্ট)।

- স্বল্প মেয়াদি জাতগুলোর উপযুক্ত রোপণ সময় হচ্ছে ১০ শ্রাবণ – ১০ ভাদ্র (২৫ জুলাই-২৫ আগস্ট)।
- নাবী জাতের বীজ ২০-৩০ শ্রাবণে (৫ আগস্ট- ১৫ আগস্ট) বীজতলায় বপন করে ৩০-৪০ দিনের চারা সবশেষ৩১ ভাদ্র (১৫ সেপ্টেম্বর) পযন্ত রোপণ করা যাবে। নাবী জাতগুলো ভাদ্র মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ(আগস্টের ৩য় থেকে ৪থ সপ্তাহ) পযন্ত সরাসরি , মুল জমিতে বপণ করা যাবে ।

সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা) :

- আমনের চারা রোপনের আগে সবুজ সার ব্যবস্থাপনা করে নিলে ভালো হয় । এটি মাটির জন্য ভালো,কম খরচে অধিক ফলনে সহায়ক হয় ।

- **দীর্ঘ মেয়াদি জাতের ক্ষেত্রে :** ইউরিয়া ২৬ কেজি,ডিএপি ৮ কেজি ,এমও পি ১৪ কেজি, জিপসাম ৯ কেজি। জমি তৈরির শেষ চাষে সমস্ত ডিএপি- এমওপি – জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান ভাগে তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ৭-১০ দিন পর , ২ য় কিস্তি চারা রোপণের ২৫-৩০ দিন পর এবং ৩য় কিস্তি কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।

- **স্বল্প মেয়াদি জাতের ক্ষেত্রে :** ইউরিয়া ২০ কেজি ,ডিএপি৭ কেজি, এমওপি ১১ কেজি ,জিপসাম ৮ কেজি । জমি তৈরির শেষ চাষে ১/৩ অংশ ইউরিয়া এবং সমস্ত ডিএপি/টিএসপি- এমওপি – জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া সমান ভাগে দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর এবং ২য় কিস্তি কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।
- **নাবীতে রোপনকৃত জাতের ক্ষেত্রে** : ইউরিয়া ২৩ কেজি, ডিএপি ৯ কেজি, এমওপি ১৩ কেজি, জিপসাম ৮ কেজি। জমি তৈরির শেষ চাষে ২/৩ অংশ ইউরিয়া এবং সমস্ত ডিএপি-এমওপি-জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া কাইচ থোড় আসার ৫/৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে। ব্রি ধান৩২ এবং সুগন্ধিজাত যেমন ব্রি ধান-৩৪, ব্রি ধান-৩৭ ও ব্রি ধান ৩৮ এর ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ইউরিয়া-ডিএপি-এমওপি-জিপসাম যথাক্রমে ১২-৭-৮-৬ কেজি হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে।উল্লেখ্য, হালকা বুনটের মাটির ক্ষেত্রে এমওপি সার দুই কিস্তিতে (এমওপি সার সমান তিন ভাগে ভাগ করে ২ ভাগ জমি তৈরির শেষ চাষে এবং অন্য ভাগ শেষ কিস্তি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগের সময়) প্রয়োগ করলে সারের কার্যকারিতা বাড়ে এবং রোগ বালাইয়ের আক্রমন কম হয়।

বালিইব্যবস্থাপনা:

- পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ধানের ক্ষেতে রোপনের সাথে সাথে পার্চিং-এর মাধ্যমে পাখি বসার ব্যবস্থা করুন।
- আমন ধানের জমিতে মাজরা পোকা, বাদামি গাছ ফড়িং, খোল পোড়া ও কান্ড পঁচা রোগের আক্রমণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিন।

সেচ ব্যবস্থাপনা সম্পূরক সেচ যে কোন পযায়ে সাময়িকভাবে বৃস্টির অভাবে খরা হলে অবশ্য সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

আউশ:

- এ মাসে আউশ ধান পাকা শুরু হয়। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে পাকা আউশ ধান কেটে মাড়াই-ঝাড়াই করে শুকিয়ে বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।
- বীজ ধান হিসেবে সংরক্ষণ করতে হলে ভালোভাবে শুকিয়ে ড্রাম/টিনেরপাত্র / বস্তায় রাখতে হবে।

পাট:

- ক্ষেতের অর্ধেকের বেশি পাট গাছে ফুল আসলে পাট কাটতে হবে। এতে আঁশের মান ভালো হয় এবং ফলনও ভালো পাওয়া যায়।
- পাট পচাঁনোর জন্য আটি বেঁধে পাতা ঝড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং জাগ দিতে হবে।
- পাটের আঁশ ছাড়িয়ে ভালো করে ধোয়ার পর ৪০ লিটার পানিতে এক কেজি তেঁতুল গুলে তাতে আঁশ ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে, এতে উজ্জ্বল বর্ণের পাট পাওয়া যায়।
- যেখানে জাগ দেয়ার পানির অভাব সেখানে রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পচাঁতে পারেন। এতে আঁশের মান ভাল হয় এবং পচন সময় কমে যায়।

মাসকলাই ও পানিকচু :

- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে বিনা চাষে মাসকলাই বোপন ও পানিকচু রোপণ করুন।

শাক-সবজি:

- বর্ষাকালে শুকনো জায়গার অভাব হলে টব, মাটির চাড়ি, কাঠের বাক্স, পলিথিন ব্যাগ এবং ভাসমান বেডে সবজির চারা উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- এ সময়ে উৎপাদিত সবজির মধ্যে যেমন-ডাটা, গিমাকলমি,পুইশাক,চিচিঙ্গা, ধুন্দল,ঝিঙা, শসা, ঢেরস, কাকরোল, গ্রীষ্মকালীন টমেটো, বেগুন।
- এ মাসে সবজি বাগানে করণীয় কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে মাদায় মাটি দেয়া, আগাছা পরিষ্কার, গাছের গোড়ায় পানি জমতে না দেয়া; মরা বা হলুদ পাতা কেটে ফেলা, প্রয়োজনে সারের উপরি প্রয়োগ করা।
- কুমড়া জাতীয় সব সবজিতে হাত পরাগায়ন বা কৃত্রিম পরাগায়ন অধিক ফলনে দারুণভাবে সহায়তা করবে। গাছে ফুল ধরা শুরু হলে প্রতিদিন ভোরবেলা হাতপরাগায়ন নিশ্চিত করলে ফলন অনেক বেড়ে যাবে। ফলের মাছি পোকার জন্য ফেরোমেন ট্রাপ ব্যবহার করুন।
- শিম ও লাউয়ের চারা রোপনের ব্যবস্থা না নিয়ে থাকলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। আগাম জাতের শিম এবং লাউয়ের জন্য প্রায় ৩ ফুট দূরে দূরে ১ ফুট চওড়া ও ১ ফুট গভীর করে মাদা তৈরি করতে হবে।

বৃক্ষ রোপণ:

- এখন সারা দেশে গাছ রোপণের কাজ চলছে। ফলদ, বনজ এবং ঔষধি বৃক্ষজাতীয় গাছের চারা বা কলম রোপণের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে একহাত চওড়া এবং একহাত গভীর গর্ত করে অর্ধেক মাটি এবং অর্ধেক জৈবসারের সাথে ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১০০ গ্রাম এমওপি ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। সার ও মাটির এ মিশ্রণ গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। দিন দশেক পরে গর্তে চারা বা কলম রোপণ করতে হবে।
- ভাল জাতের স্বাস্থ্যবান চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের পর গোড়ার মাটি তুলে দিতে হবে এবং খুটির সাথে সোজা করে বেঁধে দিতে হবে এবং চারপাশে বেড়া দিতে হবে ।
- রাস্তার পাশে তাল ও খেজুরের চারা রোপণ করুন।

তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।

7.09.2020